দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ··· 10 DEC 1998 ···
পৃষ্ঠা ··· ৬ ··· কলাম ··· ৩ ···

কলেজগুলির জন্য শিক্ষা অধিদপ্তর একটি নূতন নিয়ম করিয়াছে– সকাল ৯টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত একটানা ক্লাস চালাইতে হইবে। খুব ভাল নিয়ম। 'ছাত্রনং অধ্যয়নঃ তপঃ'– পাঠে নিবিষ্ট থাকাই ছাত্রদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। নূতন নিয়ম ছাত্র-ছাত্রীদের এই তপস্যা বা কর্তব্য আরও ভালভাবে পালন করার সহায়ক হইবে। সকাল হইতে বিকাল পর্যন্ত কলেজে লেখাপড়ার মধ্যে থাকিলে ছাত্র-ছাত্রীরা অধিক জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাইবে। ইহাতে তাহাদের জন্য পরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত ভাল ফললাভেরও সুযোগ তৈরী হইবে।

কলেজের সময়সূচী ৯টা-৫টা করা সংবাদে প্রথমেই এ-রকমের কথা মনে আসিতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের বর্তমান বাস্তবতায় বিষয়টির এতটা সরলীকরণ বোধহয় সম্ভব নয়। পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, শিক্ষা অধিদপ্তর কলেজসমূহের জন্য নূতন সময়সূচী নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে। অতএব ধরিয়া নেওয়া যায় অন্ততঃ কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনোযোগী হইয়াছে। নূতন সময়সূচী নির্ধারণের পাশাপাশি আরও যে সব নির্দেশ কলেজসমূহের প্রতি জারি করা হইয়াছে সেগুলি বিশ্লেষণ করিলেও এ-রকমই ধারণা হয়। যেমনঃ কলেজের পাঠদান পরিকল্পনা ও পরীক্ষার সময়সূচী প্রণয়ন করিয়া তাহার কপি অধিদপ্তরে পাঠাইতে বলা হইয়াছে। তাহাছাড়া বিনানুমতিতে অনুপস্থিত থাকেন বা নির্ধারিত সময়ের আগেই কলেজ ছাড়িয়া যান যে সব শিক্ষক– সংবাদদাতার ভাষায় 'কলেজ পালানো শিক্ষক' তাহাদের তালিকা তৈরীরও উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে বলিয়া পত্রিকার খবরে উল্লেখ করা হইয়াছে। বলার অপেক্ষা রাখে না কলেজ পরিচালনায় বা শ্রেণী পাঠদানে কোনরকম অনিয়ম বা অবহেলা যেন চলিতে না পারে তাহা নিশ্চিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

সংবাদটি ছাপা হওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমাদের কাছে এ বিষয়ক বেশ কয়েকটি চিঠি আসিয়াছে। সবগুলিরই লেখক কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক। তাহাদের মধ্যে প্রভাষক-সহকারী অধ্যাপক যেমন আছেন, তেমনি আছেন অধ্যক্ষও। সংবাদদাতার 'কলেজ পালানো শিক্ষক' কথাটি তাহাদের সকলের কাছেই আপত্তিকর মনে হইয়াছে। যদিও তাহারা অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে, এক শ্রেণীর শিক্ষক সত্য সত্যই পাঠদান কার্যক্রমে অবহেলা করিতেছেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ লিখিয়াছেন, 'হাল আমলের কিছু মফস্বল অঞ্চলের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির অসৎ শিক্ষকের আচরণ সমগ্র শিক্ষক সমাজের এই সম্মানহানির জন্য দায়ী।' কথাটা মিথ্যা নয়, আবার সর্বাংশে বস্তুনিষ্ঠও নয়।

অধিকাংশ কলেজেই কিছু কিছু শিক্ষক আছেন যাহারা নিয়মিত ক্লাস নেন না। টিউশনি, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি লইয়াই তাহারা বেশী ব্যস্ত থাকেন। এই শ্রেণীর শিক্ষকের কাছে ক্লাসে পাঠদান যেন বাড়তি দায়িত্ব পালন, যেন টিউশনি করা এবং কোচিং সেন্টার চালানো তাহাদের প্রধান দায়িত্ব। এই সব কাজে তাহারা এত ব্যস্ত থাকেন যে প্রায়শ নির্ধারিত ক্লাস নিতে 'ভুলিয়া যান'। কোন কোন শিক্ষকের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের– অর্থাৎ শিক্ষার সহিত সম্পর্কবিহীন ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত জড়িত থাকার কথাও শোনা যায়। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সাহেব 'ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির অসৎ শিক্ষক' বলিতে এই ধরনের শিক্ষকের কথাই বোধকরি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাহার বক্তব্যে সত্যের অপলাপ এইটুকুই, তিনি এই শ্রেণীর শিক্ষকের সংখ্যা নির্দেশ করিতে যাইয়া 'কিছু' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, আর তাহাদের অবস্থান নির্দেশ করিতে যাইয়া কেবল মফস্বল এলাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত অবস্থা হইতেছে, এই শ্রেণীর শিক্ষকের সংখ্যা মোটেই 'কিছু' নয়, অনেক আর তাহাদের অবস্থান কেবল মফস্বলে নয়, বড় শহরগুলিতেও সমভাবেই রহিয়াছে।

কালের

এই শ্রেণীর শিক্ষককে সুপথে আনাই যদি কলেজ সময়সূচী পুনঃর্নিধারণ এবং 'ফাঁকিবাজ' শিক্ষক-দের তালিকা প্রণয়নের প্রধান কারণ হয় তাহা হইলে বলিতেই হইবে এক্ষেত্রে সু
লাভের সম্ভাবনা কম। অননুমোদিতভাবে বা যথারীতি ছুটি
লইয়া কলেজে অনুপস্থিত থাকার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আ
বলিয়াই আমরা জানি। তাহার পরেও এই শ্রেণীর শি
অবলীলায় অনুপস্থিত থাকেন; এবং তাহাদের বিরু
কার্যতঃ কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না বা নেওয়া যায়
ইহা সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য বেসরক
কলেজের ক্ষেত্রেও তেমনি প্রযোজ্য। যে কারণে এখন
শ্রেণীর শিক্ষককে কোন রকম জবাবদিহি করিতে হয় না
একই কারণে অন্যবিধ ব্যবস্থা না নিয়া শুধু কলেজ সময়
পুনঃর্নিধারণ করিলে অবস্থার তেমন কোন হেরফের হ
না। তালিকা প্রণয়নের যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে
হইতে যে কতটুকু সুফল পাওয়া যাইবে তাহা লইয়াও আ
সন্দিহান। তালিকা যে যথাযথরূপে প্রণীত হইবে এ
নিশ্চয়তা কি দেওয়া সম্ভব?

পত্রলেখকদের একটি বক্তব্য প্রণিধানযো
পাঠদানসহ কলেজের সকল কাজকর্ম সুচারুরূপে স
করার পর যাহারা কলেজ ছুটি হওয়ার আগেই কলেজ ত
করেন তাহাদেরও কি 'কলেজ পালানো শিক্ষক'
'ফাঁকিবাজ শিক্ষক' হিসাবে চিহ্নিত করা হইবে? ক
পর্যায়ে শিক্ষার ধারা বা ব্যবস্থাই এমন যে সকল শিক্ষ
প্রতিদিন পূর্ণ কর্মসময় কলেজে উপস্থিত থাকার প্রয়ো
পড়ে না। রুটিন অনুযায়ী ক্লাস নেওয়া এবং কর্তৃপ
দেওয়া শিক্ষা বা কলেজ পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য দা
পালনের পর তাহারা যদি কলেজ ত্যাগ করেন তবে ত
অনিয়ম বা দায়িত্বে অবহেলা হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত ন
এখন তাহা হয়ও না। নূতন ব্যবস্থায় কলেজ শিক্ষকদের
স্বাধীনতাটুকু ক্ষুণ্ণ হইবে কিনা তাহা লইয়া পত্র প্রেরক
উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। কলেজ শিক্ষকদের এই উ
যুক্তির নিরিখে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যা
শিক্ষকদের মত কলেজ শিক্ষকদেরও শ্রেণী পাঠদা
বাহিরেও অনেক শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ থাকে। অন্য
হইতেছে পরবর্তী দিনের লেকচার প্রস্তুত করা। তাহা
খাতা দেখার কাজও থাকে। অনেকে প্রাতিষ্ঠানিক
অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাকর্মে অথবা সাংস্কৃতিক কর্মক
নিয়োজিত থাকেন। কলেজের মূল দায়িত্ব পালনের
কোন শিক্ষক যদি এই ধরনের একাডেমিক বা
একাডেমিক কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন তবে
অবশ্যই প্রশংসনীয়। এ ধরনের কাজে বাধার সৃষ্টি না ক
উৎসাহ দেওয়াই উচিত। কলেজ সময়সূচী পুনঃর্নিধার
পাশাপাশি এই বিষয়টিও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কলেজ সময়সূচী ৯টা-৫টা করার সুফল যে অ
তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। অধিকাংশ দে
এরূপ সময়সূচী চালু আছে। জাপানসহ অনেক
হাইস্কুল পর্যায়ে তো বটেই প্রাইমারি স্কুল পর্যায়েও এই
বা ইহার কাছাকাছি সময়সূচী রহিয়াছে। জাপানে
কলেজ উভয় ক্ষেত্রেই সময়সূচী সকাল ৮টা হইতে
৪টা পর্যন্ত। আমাদের দেশেও কলেজ পর্যায়ের পাশা
স্কুল পর্যায়েও এ-রকম দিনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম প্র
কথা ভাবা প্রয়োজন। ইহার প্রথম উপকারী দিক হইল
অধিকাংশ লেখাপড়া হইয়া যায়। বিষয়ভিত্তিক ক্লাসের
বেশী হয় বলিয়া এক শিক্ষা বৎসরের নির্ধ
কর্মদিবসগুলির মধ্যে পাঠ্যসূচী একবার শেষ করার

হালদা নদীর ভাঙ্গ বিলীন ॥ বহু

রাঙ্গুনিয়া সংবাদদাতা ॥ হাটহাজারী ও রাউজান থানার সীমানা রক্ষাকারী হালদা নদীর উভয় তীরে অব্যাহত ভাঙ্গনে বহু পরিবার ভিটা-বাড়ী ও আবাদী জমি হারাইয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। বর্ষাকালে উজান হইতে নামিয়া আসা পাহাড়ী ঢলের পানির প্রবল তোড়ে দুই
কূলে ভাঙ্গন
ইহাছাড়া কর্ণফুলী
ভাটার পানি হা
চঞ্চল করিয়া রা
ইঞ্জিনচালিত নৌব
ঢেউয়ের আঘাতে হা
কম-বেশী ভাঙ্গন
ভাঙ্গন ছাড়াও জো

সিষ্টেম লসের নামে পানির বিল চুরি বরদাস্ত করা হইবে না

জিল্লুর রহমান

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী জিল্লুর রহমান বলিয়াছেন, সিষ্টেম লসের নামে পানির বিল চুরির ফলে ঢাকা ওয়াসার বার্ষিক রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৪ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

উত্তরা

রাজশাহী অ
জেলার পদ্মার চরে
আসিতেছে। অসং
শেষ করা যায় না।
নির্দিষ্ট সময় নাই।
রাত্রিতে। সূর্য ডু

চাঁদপুরের অধিকাংশ নল পানিতে আর্সেনিক

চাঁদপুর সংবাদদাতা ॥ চাঁদপুর জেলার ৭টি থানা ও ৫টি পৌর সভায় ৮৫ ভাগ নলকূপের পানিতে আর্সেনিক আছে বলিয়া সাম্প্রতিক এক পরীক্ষার ফলাফলে জানা গিয়াছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌ
জেলাব্যাপী পরীক্ষা
পুর সদর থানায় ৬৮

(৭ম পৃঃ

ন্দর শ্রমিকদের উৎসাহ কর্মসূচী ১লা জানুয়ারী

অভিযোগ ভিত্তিহীন

বদর